০৪-০৭-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এবার তোমাদেরকে পবিত্র জীবাত্মা হতে হবে। বর্তমান সময়ে কেউই পবিত্র জীবাত্মা নয়, তাই কোনও মতেই নিজেদেরকে মহাত্মা বলতে পারো না"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চারা সত্যযুগী রাজত্বের পুরস্কার পেয়ে থাকে ?

উত্তর :- যে শ্রীমৎ অনুসারে স্মরণের দৌড় প্রতিযোগিতার নম্বর ওয়ান হতে পারে, সে সত্যযুগী রাজত্বের পুরস্কার পায়। তীব্রগতিতে দৌড়োতে পারলে, যেমনি রেজিস্টারে তার নাম প্রথম দিকেই থাকবে, তেমনি ভাল পুরুস্কারের যোগ্যও হবে। তাই তোমরা দূরদর্শী বাচ্চা হয়ে অনেক দূরের দৌড় প্রতিযোগিতা করো। মুহূর্তেই গন্তব্যে অর্থাৎ পরমধামে পৌঁছে আবার ফিরেও আসো। যেহেতু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, সর্বাগ্রে মুক্তিধামে পৌঁছতে হবে, তারপরে জীবন-মুক্তিতে যেতে হবে। তাই তোমাদের মতন তীব্রগতির অন্যেরা কেউ হতে পারে না।

গীত :- অবশেষে আজ এলো
. সেই দিন।
. যে দিনের অপেক্ষায়
. ছিলাম এতদিন।।

ওঁম্ শান্তি! একথা কে জানতে পারে যে অবশেষে সেইদিন এসেছে ? বি.কে. বাচ্চারাই তা জানতে পারে, এখনই সেই দিন। যেহেতু বাচ্চারা বাবাকে সম্মুখে পেয়েছে এখন। আত্মারাই তা বলছে এই শরীরের দ্বারা। তোমরা আত্মারা এখন আপন বাবা পরমপিতা পরমাত্মার মুখোমুখি বসে আছো। আত্মারা, অর্থাৎ জীব বা শরীর ধারী আত্মারা, ঠিক এমনি ভাবেই পরমাত্মার সম্মুখে মিলিত হয়েছিলে ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে। আত্মা একথাও জানাচ্ছে - এই শরীর তার। অথচ শরীর কিন্তু এমন দাবী করতে পারে না - এই আত্মা আমার।

আত্মাদের বাবাকে অবশেষে আসতেই হলো এখন। আর তা আসারও যে খুবই প্রয়োজন ছিল। কারণ ভক্ত যে এখন শেষ পর্যায়ে, তাই জ্ঞানের পাঠ পড়াবার জন্য। ওঁনার আসার উদ্দেশ্য - অবশেষে এই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি সবার সদগতি করবেন। যা সমগ্র জগতের আর অন্য কেউ তা করতে জানে না। বাবার পক্ষে তো আর এমনটা সম্ভব নয় যে, দুনিয়ার প্রত্যেককেই সম্মুখে বসে উনি তা করবেন। তাছাড়া তোমাদের বি.কে.-দের মধ্যেও যে নিশ্চয়তার ও পদের ক্রমিকতার তারতম্য ঘটে - নিজ-নিজ পুরুষার্থের ক্রমানুসারে। তাই সর্বাগ্রে নিশ্চয়তা আনতে হয়, "আমি আত্মা"-এই ভাবের। এরপর নিশ্চয়তা আনতে হয়, বাবা আবার এসেছেন আমাদের কাছে। তোমরা হয়ত ভাবছো, সবাই তো এমন ভাবেই নিশ্চয়তা আনে মনে - কিন্তু বাস্তবে তো আর তা নয়। এই নিশ্চয়তার ব্যাপারটা এমনই বিচিত্র যে, ক্ষণে-ক্ষণেই এসব ভুলে যাও তোমরা। এমন কি এটাও ভুলে যাও যে, আমি আত্মা - পরমপিতা পরমাত্মা বাবার সম্মুখে নিজে স্বয়ং বসে আছো। যদিও দুনিয়ার লোকেরাও তা জানে যে, পরমপিতা পরমাত্মা আসেন পতিত জীবাত্মাদের পবিত্র বানাতে। এছাড়া আর অন্য কোনও জীবাত্মা আসে না এই কর্ম-কর্তব্য করার জন্য। কারণ কোনও জীবাত্মাই অন্য কোনও জীবাত্মাকে পবিত্র বানাতে পারে না। তা পারেন কেবলমাত্র এই পরমপিতা পরমাত্মাই, যিনি এক ও একমাত্র।

যদিও ওনাকে কিন্তু জীব বলা যায় না, যেহেতু ওনার কোনও স্থুল শরীর নেই। বাবা স্বয়ং বসে এসব বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, তোমরা যেসব নামধারীদের (চিত্র) দেখ, অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর-এর চিত্রাদি, ওনারা কিন্তু সূক্ষ্মবতনবাসী। তাই ওনারা সূক্ষ্ম-জীবাত্মা। তা অনেক গভীর তথ্য, যা তেমন ভাবেই বুঝতে হয়। লোকেরা তো অনায়াসে বলে দেয়, অমুকে মহাত্মা। কিন্তু বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় মহাত্মা কেউ হবেই বা কি প্রকারে! এখানে যে কেউ-ই সুপ্রীম পবিত্র হতে পারে না। একমাত্র তখনই তা হয় যখন পরমপিতা স্বয়ং এসে তাকে পবিত্র বানান। আর তারাই হয় সত্যযুগের দেবী-দেবতা।

একথা তো অনায়াসেই বুঝতে পারো যে, পূর্বে আত্মারা পবিত্রই ছিল - কিন্তু এখন সবাই পতিত জীবাত্মায় পরিণত হয়েছে। পূর্বে অর্থাৎ (কল্পের) শুরুতে কেবল পবিত্র জীবাত্মারাই ছিল। সর্বদাই সত্যযুগের শুরুতে এই সৃষ্টি-জগতে কেবলমাত্র পবিত্র জীবাত্মারাই থাকে। তাদেরকে মহান আত্মা বা মহাত্মা বলা যায়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন- বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় কেউ মহান আত্মা হতেই পারে না। সবাই এখানে পতিত জীব আত্মা। আর যে নিজেই পতিত জীব-আত্মা, সে তো অন্যকেও অবশ্যই পতিতই বানাবে। কিন্তু সেখানে (স্বর্গরাজ্যে) তো থাকে কেবলমাত্র পবিত্র জীবাত্মারা। অতএব সেখানে তাদের কর্ম-কর্তব্যই বা কি হবে ? এমন নয় যে সেখানে কারওকে পবিত্র জীবাত্মা বানাতে হবে। না, সেখানে কারওকে পবিত্র বানাবার কোনও প্রয়োজনই তো নেই। সেখানে তো সবাই পবিত্র, কারণ সেই সময়ে সেখানে কেবল পবিত্র জীবাত্মা আর সবকিছুই যে পবিত্রই থাকে। কিন্তু এই সবকিছুকেই এত পবিত্র বানাবার কারিগর কে ? বাবা বসে সেসবেরই ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, এই তোমরাই যখন দেবী-দেবতা ছিলে, তখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ছিলে। আর এই সময়কালে এসে তোমরাই এখন কত পতিত হয়ে পড়েছো। যেহেতু বর্তমানের এই (কলিযুগী) দুনিয়াটাই যে হলো পাপ জীব আত্মাদের দুনিয়া। এর এক-একটি শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থগুলিকে বুঝে তার স্পষ্ট ধারণা মনে রেখে তা অন্যকেও বোঝাতে হবে। পাপ জীবাত্মা অর্থাৎ আত্মা যেমন পতিত হয় তার সাথে-সাথে পতিত হয় শরীরও। তবে সেখানে 'মহাত্মা' শব্দটি তো আসতেই পারে না। এছাড়া সেখানে তো সবকিছুই পবিত্র, তাই তো তাদেরকে দেবী-দেবতা বলা হয়ে থাকে। যারা সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ আর অহিংসা যাদের পরম ধর্ম। এই গুণগুলির সমন্বয়ে পবিত্র জীব-আত্মারা। যারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী অর্থাৎ সম্পূর্ণ পবিত্র।

বাচ্চারা, তোমাদের যেমন বোঝানো হয়ে থাকে যে, সন্ন্যাসীরা পুরুষার্থ করে নিজেরা পবিত্র থাকার জন্য। পবিত্র থাকার সাথে সাথে, নাম-যশ-খ্যাতি আছে এমন যেসব সন্ন্যাসীরা আছে, তাদেরকেই মহাত্মা বলা হয়। পবিত্র থাকার জন্যই তারা পৃথক থাকে। কিন্তু তারা তো হলো নিবৃত্তি-মার্গের সন্নাসী। ভক্তি-মার্গে তাদেরকেই মহাত্মা বলা হয়। কিন্তু জ্ঞান-মার্গে অবশ্যই তা নয়। জ্ঞান-মার্গ আর ভক্তি-মার্গ একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধারায় - তাই এমন বলা হয়। সত্যযুগ ও ত্রেতা এই অর্দ্ধ-কল্প জ্ঞানের প্রালব্ধ (পুরস্কার) পাওয়া যায়। যাকে আমরা এখন ভক্তি-মার্গের প্রালব্ধ (পূর্ব কর্মের পুরস্কার) বলবো। যেহেতু বর্তমান সময়টা এখন ভক্তি-মার্গের। এই ভক্তি-মার্গের শুরুতে তখন ভক্তিও ছিল অব্যভিচারী, পরে ধীরে ধীরে এখন তা তমোপ্রধান ব্যভিচারী ভক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই ব্যভিচারী ভক্তি যখন শেষের পর্যায়ে যায়, তখন তার অন্ত (বিনাশ) করার জন্যই বাবার আগমন ঘটে। সমগ্র কল্পে কেবল একবারই বাবা এসে জ্ঞানের আলো দ্বারা আগামী অর্ধ-কল্পের জন্য বি.কে.-দের প্রালব্ধ বানিয়ে দেন, অর্থাৎ পুরস্কৃত করেন। ফলে তোমরাও নম্বর

ওয়ান পুরুষার্থী হতে পারো। এদের মধ্যে কেউ বা রাজা-রাণী, কেউ প্রজা, আবার কেউ বা দাস-দাসী হয়, যেহেতু রাজধানী স্থাপনার কাজ যে শুরু হয়ে গেছে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন দূরাদেশী বুদ্ধিধারী। দূরাদেশী বুদ্ধিধারীকেই ত্রিকালদর্শী বলা হয়। অর্থাৎ যার তিন-লোক, তিন-কালের সম্যক জ্ঞান থাকে, তাকেই ত্রিকালদর্শী বলা হয়। তোমরা বি.কে.-রা এখন তিনটি লোককেই জানো। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন আর স্থূলবতন - এই তিনটে বতনকেই তো তিন লোক বলা হয় - তাই না ? অর্থাৎ তোমরা এখন দূরাদেশী হয়ে গেছো। তোমাদের বুদ্ধিযোগ এখন আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বিচরণ করতে পারে। অবশ্য তা পারো পুরুষার্থের ধরণ অনুসারে। পুরুষার্থে কেউ দুর্বল হলে এই যোগের দৌড় প্রতিযোগীতায় সে পিছনেই পড়ে থাকে। যেহেতু এটা অনেক লম্বা দূরাদেশী যোগের দৌড় প্রতিযোগীতা। তা এমনই সুন্দর যে, কেবল আত্মাদেরই যোগের দৌড় প্রতিযোগীতা হয়। পূর্বে একথা তোমরা কখনও শোনোনি। কিন্তু তোমরা অর্থাৎ আত্মারা নিজেরা তা জানো। আবার তোমরা যে এই পাঠেরই ছাত্রছাত্রী। আর এই প্রতিযোগীতাও চলে কেবল তোমাদের নিজেদের মধ্যে, যা নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে হয়। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের জন্য এটা খুব লম্বা প্রতিযোগিতা। আবার যেহেতু তোমাদের বুদ্ধিতে তা জানা আছে যে, বাস্তবে তোমরাই হলে সেখানকার মূল বাসিন্দা। তাই তো এক সেকেণ্ডেই সেখানে পৌঁছে যেতে পারো। আবার জীবন-মুক্তও হতে পারো। আত্মারা, প্রকৃত অর্থে তোমরা পরমধাম নিবাসী। তোমাদের মন-বুদ্ধিও যথার্থ রীতিতেই তা জানে, কিভাবে পরমধামে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে হয়। ঠিক যেমন জাগতিক দৌড় প্রতিযোগীতায় নির্দ্দিষ্ট চিহ্নের স্থানে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে হয়। তেমনি তোমরাও তোমাদের প্রকৃত বাবার কাছে পৌঁছে আবার ফিরে আসো। তোমাদের আত্মারা এখানে সেই যোগের দৌড়-ই শিখছে। তোমরাও আবার প্রত্যেককে বলবে, মনমনাভব হতে আর তাদের মন-বুদ্ধির যোগ থাকবে বাবা আর পরমধামের সাথে। অবশ্য এজন্য নিজেকে অশরীরী হতে হবে। এই বিষয়গুলি যেন তোমার বুদ্ধিতে যথার্থ রীতিতে থাকে। তিন-কাল আর তিন-লোকের বিষয়ে যে জ্ঞান, তা তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছেই। তোমরা বি.কে.-রা ছাড়া আর কারও মধ্যেই ৮৪-জন্মের জ্ঞান থাকে না। তোমরা জেনেছো, বর্তমানের এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে, এই ছিঃ ছিঃ শরীর ত্যাগ করে আপন ঘরেই ফিরে যেতে হবে। বর্তমানে তোমরা তারই প্রস্তুতিতে। তাই রোজই বাবা স্বয়ং তোমাদেরকে এই যোগের দৌড় প্রতিযোগীতা শিখিয়ে চলেছেন। এটা যে তোমাদের অবিনাশী যোগের দৌড় প্রতিযোগিতা। তাই যত বেশী করে বাবাকে স্মরণ করবে, ততই ভাল আত্মা হিসাবে রেজিস্টারে নিজের নাম থাকবে। অন্যেরাও তখন বলবে - অলৌকিক তীর্থ-যাত্রায় এর বুদ্ধির যোগ খুব তীব্র ও তীক্ষ্ণ। আর তার সাথে সাথে এই স্মরণের যোগের দ্বারা বিকর্মগুলিরও বিনাশ হতে থাকবে। এই স্মরণের যোগের দ্বারা বিকর্মের বিনাশ না করার কারণে অনেকেই পিছিয়ে পড়ে। প্রজা বা দাস-দাসী হওয়া মানে কোনও পুরস্কার না পাওয়া। পুরস্কার পাওয়া তো তাকেই বলা যেতে পারে, যে নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার পুরস্কার পায়। বাবা কেবল তাকেই সম্পূর্ণ রাজ্য-ভাগ্যের পুরস্কারই দেন, যদি সে শ্রীমৎ অনুসারে চলে যোগের দৌড় দৌড়াতে পারে। আবার এমনও অনেকে আছে, যারা যোগে দু-কদমও দৌড়ায় না। তারা প্রজা-তে এলেও অনেক নিম্ন-স্তরের প্রজা হিসাবে গণ্য হয়। যদিও সে এখানেই (মধুবনেও) থাকে, কিন্তু রাজ্য-ভাগ্যে তার পদের স্তর অনেক নিম্নেই থাকবে। অথচ যেখানে তোমরা বি.কে.-রা এখন বিশাল বুদ্ধিধারী দূরাদেশী।

এখানে এখন ব্যাঙ্গালোর ও মাদ্রাসের বাচ্চারা বসে আছে। তাদেরকে অবশ্যই কেউ মাদ্রাসী ভাষাতেই বোঝাবে। যদিও আমাদের ভাষা হিন্দী। পূর্ব কল্পেও এদেরকে ঠিক এভাবেই বোঝানো হয়েছিল। কেউ হয়ত বলতে পারে, ভগবান যখন, তখন কেনই বা সব ভাষা জানবে না। কিন্তু ড্রামাতে তো আর এমনটা নেই। ড্রামাতে যদি তাই থাকতো, তবে তো তিনি সব ভাষাতেই ভাষণ দিতেন। এই যে এত ভিন্ন-ভিন্ন ভাষার বাচ্চারা বসে আছে, তবে কি তোমাদের সবাইকে বাবা বসে বসে সব ভাষাতেই বলতে থাকবেন ? তা তো আর সম্ভব হতে পারে না। আর কতক্ষণ ধরেই বা একজন দুজন করে তা বলতে থাকবেন। তবে তো তখন চেঁচামেঁচিও শুরু হয়ে যাবে। আসলে এটাই বোঝার ব্যাপার যে, কল্প পূর্বে বাবা যে ভাষাতে যে ভাবে বুঝিয়েছিলেন, এখনও ঠিক তেমনি ভাবেই সেই ভাষাতেই বোঝাচ্ছেন উনি। যেহেতু এখন হিন্দী ভাষারই বিস্তার অনেক। সাথে সাথে ইংরাজী ভাষারও প্রয়োজন যথেষ্ট। যেহেতু অধিক ক্ষেত্রেই ইংরেজদের সাথে ভারতীয়দের যোগাযোগের মাধ্যম এই ইংরাজী ভাষা। আবার রাশিয়া, আমেরিকা ইত্যাদিদের রয়েছে তাদের নিজ-নিজ ভাষা। যদিও তারা একই ধর্মাবলম্বীর অর্থাৎ খ্রীষ্টান-ধর্মের। কিন্তু তাদের ভাষা পৃথক-পৃথক। এখানেও তেমনি (বি.কে.-দের মধ্যেও) বহু ভাষার প্রচলন। যেহেতু সবাই ভারতবাসী অর্থাৎ আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও এখন তারা তাদের নিজেদের প্রকৃত ধর্মকেই ভুলে গেছে। তাই তো এত বিভিন্ন ধরণের ভাষার প্রচলন হয়েছে। আসলে সব-কিছুই মিলে-মিশে জগা-খিঁচুরী হয়ে গেছে যে। তাই যাদের যে ভাষা, তাদেরকে সেই ভাষাতেই শোনাতে হবে। আর এজন্য তোমাদেরও যথেষ্ট পটুতার প্রয়োজন, যাতে তোমরা নিজেরা তা বুঝে, অন্যদেরও তা বোঝাতে পারো। তোমাদের সাথে এমন অনুবাদকারী থাকা দরকার যে সম্পূর্ণ সঠিক ধারণায় তা বোঝাতে পারে। যেহেতু এটাই সর্ব বৃহৎ চৈতন্য-তীর্থ। বাকীগুলো সবই তো জড়-তীর্থ। অথচ, সেখানেই সাধু, সন্ন্যাসী, মহাত্মারা যায়। এমন কি অনেক দূর-দূরান্তেও যায় তারা। কিন্তু যায় তো তারা সেই তারই মন্দিরে, যিনি একদা এই ভারতকে পবিত্র বানিয়েছিলেন। এসবও বোঝার ব্যাপার আছে। তাই তো বাবা বলছেন - কল্প-বৃক্ষের ডাল-পালা, পাতা-লতা, এর এত বিস্তার যে আর কতই বা তা বোঝানো যায় ! বাচ্চারা, তোমরা তো এখন বুঝেই গেছো - এইসব ছোট-ছোট ডাল-পালার ব্যাপারটা। এক একটা ডাল-পালায় আবার কত পাতাও থাকে। অর্থাৎ যত অসংখ্য মঠ - তত অসংখ্য পথ (যত মত তত পথ)। বাচ্চারা, তোমরা সেই কল্প-বৃক্ষেরই কাণ্ড, তাই তোমাদের সেই কাণ্ড যত শক্তপোক্ত ততই লম্বা ও বিস্তার হওয়া দরকার। তাতেও আবার অনেক পাতা থাকারও প্রয়োজন। কারণ এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই সেই সত্যযুগ থেকে চলে আসছে। সে হিসাবে হিন্দুর সংখ্যা তো অনেক-অনেক হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে হিন্দুর সংখ্যা তো আর তত নেই। তাদের অনেকেই যে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। তোমাদের এটাই সেই কল্প-বৃক্ষ। তোমরাই শুরুতে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলে। যাদের হিন্দু বলা হয়। তারাই বাস্তবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। কিন্তু তাদের অনেকেই যে এখন ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে।

এবার বাবা জানাচ্ছেন - উনি এসে আবার সেই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। যারা এই ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, তারাই এসে আবার বাবার থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্সা নেবে। পৃথিবীতে যখন একজনকেও দেবী-দেবতা বলার মতন আর কেউ থাকে না, তখনই বাবার আগমন হয়। উনি এসেই বুঝিয়ে দেন, বি.কে.-দের জড়-চিত্রের স্মরণিকার মূর্ত্তিগুলি কিভাবে দাঁড় করানো আছে মন্দিরগুলিতে। যীশু-খ্রীষ্টের আগমন, তার ধর্মের চর্চার কথায় কিন্তু এসব থাকে না। তোমাদের সেই দেবী-দেবতাদের নিদর্শনেই এই মন্দিরগুলি। তোমাদের রাজত্বকালে যীশুখ্রীষ্ট কিম্বা অন্য কারও

নাম-গন্ধও থাকবে না। বর্তমান সময়ে তো সবারই নাম ও চিহ্নও থাকে। তোমরাও তা সম্পূর্ণ রূপেই জানো - যীশুখ্রীষ্ট কখন এসেছেন, এবং কিভাবেই বা তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের স্থাপন করেছিলেন ? যীশু-খ্রীষ্টের আত্মা এখন কার শরীরে অবস্থান করছে ? অবশ্যই কারও কোনও পতিত শরীরে। যদিও যীশু-খ্রীষ্ট নিজে ছিলেন পবিত্র। বাচ্চারা, এই সমস্ত জ্ঞান তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছেই। এই কারণেই তো তোমাদেরকে দূরাদেশী বানানো হয়েছে। প্রকৃত অর্থে আত্মারা কোথায় থাকে, কোথাকার নিবাসী, আসেই বা কোথা থেকে - এসব তো লোকেরা কিছু জানেই না। তাই তারা (নিজের মতন) ভেবে নেয় যে, আত্মারা আসে ঈশ্বরের ঘর থেকে। বাস্তবে আত্মাই যদি মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়, তবে তো আত্মার কায়া অর্থাৎ শরীরও মিথ্যা হবে। তাই তো সাধু-সন্ন্যাসীরা বলে থাকে - মায়াও মিথ্যা কায়াও মিথ্যা। এমন কি জগৎ-ও মিথ্যা। তারা আবার একথাও বলে, আত্মার কর্মফলের প্রলেপ আত্মাতে পড়ে না। যার যেমন সুবিধা হয়, সে তেমন হিসাবেই তা বলে। তাই যদি হয়, তবে তারা একথা কেন বলে না যে, আত্মাও মিথ্যা, আত্মার শরীরও মিথ্যা। তারা তো কেবল কায়া অর্থাৎ শরীরকেই রাখে চিতায়। কই, আত্মাকে তো তারা চিতায় শোয়াতে পারে না। চিতায় তো কেবল কায়া অর্থাৎ শবকেই বসায়। এই আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে গিয়ে প্রবেশ করে। এটাই মূল বোঝার ব্যাপার। এই ব্যাপারটাই তোমরা সাধু-সন্ন্যাসীদের বোঝাতে পারো।

বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায়, একজনও মহাত্মা নেই। মহান আত্মা হলে, সে তো পবিত্র আত্মাই হবে। আর পবিত্র আত্মা হতে গেলে পবিত্র শরীরও হতে হবে যে। আর তা কখনই সম্ভব নয় বর্তমানের এই পতিত কলিযুগী দুনিয়ায়। কুমারী পূজার জন্য কোনও কন্যাকে তখনই আসনে বসিয়ে পূজা করা হয়, যতক্ষণ সে কোনও প্রকার বিকারে যায় না। এই পবিত্রতার আগ্রহেই লোকেরা বাবাকে ডাকতে থাকে-"বাবা এসো, এসে আমাদের পবিত্র বানাও।" যারা (সাধু-সন্ন্যাসীরা) এভাবে বাবাকে ডাকতে থাকে, তাদেরকে মহান আত্মা ভাববেই বা কি প্রকারে ? বর্তমানের এই দুনিয়ায় একজন মহান আত্মাও নেই। তা কেবল একজনই - যিনি বিচিত্র (আকার বিহীন- নিরাকার) পরমপিতা পরমাত্মা। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, তোমরা বি.কে.-রা যারা পবিত্র জীব-আত্মা তারাই একদা দেবী-দেবতা ছিলে। তারাই এখন নিজেরা ধর্ম-ভ্রষ্ট হয়ে পতিত আত্মায় পরিণত হয়েছে। খ্রীষ্টানেরা কিন্তু তারা তাদের নিজেদের ধর্মকে জানে। এক কথায় জবাব দিয়ে বলবে -"আমরা খ্রীষ্টান।" অথচ যেখানে তোমরা উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ সর্বোচ্চ ধর্মের ছিলে, সেই তোমরাই এখন নিজেদের সেসব ভুলে গেছো। এই ভুলে যাওয়ার কারণেই যেমন তোমরা ধর্মভ্রষ্ট হয়েছো, তেমনি আবার কর্মভ্রষ্টও হয়ে পড়েছো। অথচ এই তোমরাই একদা কত শ্রেষ্টাচরী ছিলে। কিন্তু এখন রাবণ তোমাদেরকে এমন ভ্রষ্টাচারী বনিয়ে দিয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ কেবল তোমরা বি.কে.-রাই তা বুঝতে পারো। তাই তো তোমরা তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে উচ্চ ভাগ্য বানাবার লক্ষ্যে, এই শ্রীমতের ধারণাকে ধারণ করেছো। শ্রীমৎ-এর উলঙ্ঘনকারীদের ভাগ্যে অবশ্যই কাটা চিহ্ন পড়ে যায়। কারণ, তখন তোমাদের অনেকেই তা ভুলে যাও যে, এই শ্রীমৎ প্রদানকারী হলেন- বাবা স্বয়ং। তাই তো বাবা বলেন - অন্তিম ক্ষণের সেই দিন এসেছে যে আজ .....! যার অর্থ কেবল তোমরাই জানো। তবে তোমাদের মধ্যেও সবাই আবার পূর্ণ-রূপে সঠিক ভাবে তা জানো না। লোকেরাও কিন্তু যতই অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছোবে, তখন তারাও তা পুরো বুঝতে পারবে। কিন্তু এখন তারা পদে-পদে প্রতি মুহূর্তেই ভুলে যেতে থাকবে। যদিও সহজে তারা তাদের সেই ভুল স্বীকার করবে না, অর্থাৎ সত্য বলবে না। অথচ, মিথ্যা বলতেও দেরী বা সঙ্কোচ করে না তারা। মায়াও তেমনি এমন জ্ঞানী-গুণী শক্তিশালী বাচ্চাদেরকে চড়-থাপ্পড় লাগাতে থাকে। বাবাও সব কিছুই জানতে পারেন। তাই তো

তিনি বলেন - তোমরা কত কিছুই যে ভুল করো, আর তাতেই তোমাদের বিস্তর ডিস্-সার্ভিস হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণা জন্য মুখ্য সার :-

১) দূরাদেশী হয়ে তিন লোক আর তিন কাল-কে জেনে, বুদ্ধি সহযোগে যোগের দৌড় প্রতিযোগিতা করতে হবে। বর্তমানের এই (কলিযুগী) ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া, ছিঃ-ছিঃ শরীর থেকে মুক্ত হতে হবে।

২) মিথ্যা বলার পুরোনো স্বভাবকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। শ্রীমৎ-কে উলঙ্ঘন করে ডিস্-সার্ভিস করবে না মোটেই।

বরদান :- সর্ব-প্রকার অসন্তোষের ফাইলকে সমাপ্ত করে, ফাইন (সুন্দর) হতে পারা কর্মযোগী ভব

বিস্তার :- যেমন আত্মা ও শরীরের সংযুক্ত থাকলে জীবনের অস্তিত্ব থাকে, তেমনি ভাবেই কর্মের সাথে যোগের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। মাত্র ২ বা ৩ ঘন্টা যোগকারী, প্রকৃত যোগী নয়, কিন্তু তারা যোগী জীবনে। তাদেরই যোগ স্বতঃ আর সহজ হয়, যাদের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় না কখনও। অথচ এমনও নয় যে তার জন্য বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা করতে হয়। ফলে তাদের কোনও অসন্তোষের কারণই ঘটে না। আবার লাগাতার স্মরণের যোগে থাকার কারণে সর্ব কার্যই স্বতঃতই সফল হয়ে যায়। এমন ফাইন (সুন্দর) হওয়ার কারণে তার সর্ব প্রকারের ফাইলের সমাপ্ত হয়ে যায়। যেহেতু যোগী জীবন সর্ব-প্রাপ্তির জীবন।

স্লোগান :- প্রতিটি মুহূর্তেই 'করাবনহার' বাবাকে স্মরণে রাখতে পারলেই নিরন্তর যোগী হতে পারবে।